মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরি প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএ ফভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ
১।	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	০৩ টি	০৩ টি	০০ টি	০০ টি	০২ টি	০২ টি	২০%-৫০%	০০ টি	০০

১। **সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ** ০৩ টি

২। **সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকালঃ**

প্রকল্পের নাম	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত বাস্তবায়নকাল
শহীদ শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা প্রশিক্ষণ একাডেমীর উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ	৪৫৬.৩৩	অক্টোবর, ২০১১ হতে সেপ্টেম্বর, ২০১৪
ফুড এন্ড লাইভলিহুড সিকিউরিটি (এফএলএস)	২১০৪৯.০১	জানুয়ারি ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৪
অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন	১৩৩৬.৪৯	জুলাই ২০১০ থেকে জুন ২০১৫

৩। **সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ**

প্রকল্পের নাম	মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ
শহীদ শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা প্রশিক্ষণ একাডেমীর উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ	প্রকল্পের আওতায় নির্মিত প্রশিক্ষণ ভবনের হল রুমে সাউন্ড সিস্টেম, আসবাবপত্র, এয়ার কন্ডিশন স্থাপনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাছাড়া জেনারেটর কক্ষ নির্মাণ, লিফট স্থাপন, লিফট কোর নির্মাণ, ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি নুতনভাবে স্থাপনের লক্ষ্যে প্রকল্প সংশোধন করে মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়।
ফুড এন্ড লাইভলিহুড সিকিউরিটি (এফএলএস)	প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে কিছু প্রতিকূল অবস্থার কারণে সকল কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। ফলে দাতা সংস্থা ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন কর্তৃক প্রকল্প মেয়াদ বৃদ্ধির সুপারিশ করে।

৪। **সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ**

সমস্যাসমূহ	সুপারিশসমূহ
অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন প্রকল্প (২য় পর্যায়) প্রকল্প	
৪.১ **লক্ষ্যভিত্তিক প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন না হওয়া:** প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলাদের মধ্যে বেশীর ভাগই ছাত্র-ছাত্রী। প্রকল্পের উদ্দেশ্যে সুনির্দিষ্টভাবে বেকার মহিলাদের কারিগরি দক্ষতা সৃষ্টির জন্য প্রশিক্ষণ দেয়ার উল্লেখ থাকলেও প্রশিক্ষিত নারীদের মধ্যে বিষয়টি কোন কোন ক্ষেত্রে যথাযথ অনুসরণ করা হয়নি মর্মে লক্ষ্য করা গেছে;	৪.১ মহিলাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধিসহ উদ্যোক্তা সৃষ্টি একটি প্রতিনিয়ত ও পুন:পুন: প্রকৃতির কাজ। নারীদের উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে এ ধরনের প্রশিক্ষণের অবদান অনস্বীকার্য। বাংলাদেশের উদীয়মান অর্থনীতিতে মহিলাদের আত্মনির্ভরশীলতা হিসেবে গড়ে তোলার বিকল্প নেই। ইতোমধ্যে ১ম ও ২য় পর্যায়ে গৃহীত এ প্রকল্পের কার্যক্রমের অভিজ্ঞতার আলোকে বেকার, অসহায়, দরিদ্র মহিলাদের এ প্রশিক্ষণের জন্য

সমস্যাসমূহ	সুপারিশসমূহ
	প্রকল্পটির ধারাবাহিকতায় ৩য় পর্যায়ের প্রকল্প গ্রহণ করা যায়। তবে ভবিষ্যতে মহিলাদের উন্নয়নে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান জাতীয় মহিলা সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে মূল কাজ হিসেবে (Core Activities) বিবেচনা করা আবশ্যক;
৪.২ **বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কোর্সটি কার্যকরী না হওয়া:** উন্মুক্ত আলোচনা ও প্রাপ্ত মতামতে দেখা গেছে যে, বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কোর্সটি বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বিবিএ অধ্যয়নরত ছাত্রীরা শিখেছেন। সেখানে ব্যবহারিক জ্ঞান খুব কম এবং ৩০ দিন যাবৎ এ কোর্সটি পরিচালনা করায় যৌক্তিকতা যথেষ্ট নয়;	৪.২ প্রশিক্ষণ শেষে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মধ্য হতে অর্থনৈতিক অবস্থা, প্রশিক্ষণকালে আগ্রহ ও অংশগ্রহণ, অর্জিত দক্ষতা ইত্যাদি মাপকাঠীর ভিত্তিতে লব্ধ প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট ব্যবসা শুরুর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উপকরণ বিতরণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে ট্রেডভিত্তিক উপকরণ চিহ্নিত করা, প্রতি ব্যাচে কতজনকে এবং কি উপকরণ দেয়া হবে তা মন্ত্রণালয় নির্ধারণ করতে পারে;
৪.৩ **যাতায়াত বাবদ খরচ ৫০ টাকা পর্যাপ্ত না হওয়া:** অধিকাংশ প্রশিক্ষণার্থীরা জানান যে, তারা অনেক দূর থেকে এসেছেন এবং যাতায়াত বাবদ প্রদত্ত ৫০/- যথেষ্ট নয়। উপরন্ত ১০০/- যাতায়াত বাবদ প্রদানের বিষয়ে অনেকেই মন্তব্য করেছেন;	৪.৩ প্রশিক্ষণার্থীদের যাতায়াত ও হাত খরচ বাবদ প্রাক্কলন বাস্তবতার ভিত্তিতে সন্তোষজনক পর্যায়ে বৃদ্ধি করা যেতে পারে;
শহীদ শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব প্রশিক্ষণ একাডেমীর উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (সংশোধিত) প্রকল্প	
৪.৪ **বিলম্বে পিসিআর প্রেরণঃ** আইএমইডি'র ২৯/০৩/২০০৬ তারিখের আইএমইডি/সমন্বয়-৩/৬(৩)/২০০৪/১৬২ নং পরিপত্রের ১৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর সাড়ে তিন মাসের মধ্যে পিসিআর প্রেরণের নির্দেশনা থাকলেও কয়েকটি প্রকল্পের পিসিআর অনেক বিলম্বে পাওয়া যায়, যা সম্পূর্ণ অনাকাঙ্খিত এবং এত দেরিতে পিসিআর প্রেরণ যে কোন প্রকল্প সঠিকভাবে মূল্যায়নের অন্তরায়।	**৪.৪ পিসিআর যথাসময়ে প্রেরণ করতে হয়। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে ভবিষ্যতে যথাসময়ে পিসিআর প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।**
৪.৫ **নির্মিত ভবনের ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলার কয়েকটি কক্ষের দেয়াল ড্যামঃ** শহীদ শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব প্রশিক্ষণ একাডেমীর নির্মিত ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলার কয়েকটি কক্ষে ড্যাম পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক ও গণপূর্ত বিভাগের সহকারী প্রকৌশলী জানান, ছাদ থেকে পানি নামার জন্য দেয়ালের ভেতর দিয়ে যে পাইপ বসানো হয়েছে সে পাইপ লিকেজ হওয়ায় দেয়াল ড্যাম হচ্ছে। তাছাড়া বাথরুমের স্যানিটারী ফিটিংস নিম্নমানের হওয়ায় কয়েকটি বেসিনের পানির ট্যাব নষ্ট হয়ে গেছে;	৪.৫ শহীদ শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব প্রশিক্ষণ একাডেমীর নবনির্মিত ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলার কয়েকটি কক্ষের দেয়ালে ড্যাম হওয়ার বিষয়টি গণপূর্ত বিভাগ ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক উদঘাটন করে দ্রুত মেরামত ও দেয়ালে রং করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;
৪.৬ **ভবনটি যথাযথ ব্যবহার না করাঃ** শহীদ শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব প্রশিক্ষণ একাডেমীতে আবাসিকভাবে মহিলাদের প্রশিক্ষণের জন্য ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা নির্মাণ করা হয়। নির্মাণ খাতে ৩৮৯.৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। প্রকল্পটি সেপ্টেম্বর , ২০১৪-তে সমাপ্ত হলেও নবনির্মিত অংশ এখনো ব্যবহার শুরু করা হয়নি। ফলে নির্মিত কক্ষগুলো অযত্ন , অবহেলায়, অপরিষ্কারভাবে পড়ে রয়েছে। প্রকল্পের অর্থে ক্রয়কৃত আসবাবপত্রও ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না। এতে প্রকল্পের উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে;	৪.৬ প্রকল্পের কাঙ্খিত ফলাফল অর্জন ও মহিলা প্রশিক্ষণার্থীদের বস বাসের লক্ষ্যে একাডেমী ভবনের নবনির্মিত কক্ষগুলো যথাযথ ব্যবহার এবং নিয়মিত পরিষ্কার -পরিচ্ছন্ন রাখার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;
৪.৭ **লিফট কোরের জানালায় থাই গ্লাস বসানো হয়নিঃ** প্রকল্পের অর্থে একাডমী ভবন সংযুক্ত পশ্চিম পাশ দিয়ে লিফট কোর	৪.৭ গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক একাডেমী ভবনের লিফট কোরের দু'পাশে জানালায় থাই গ্লাস বসানোর জন্য

সমস্যাসমূহ	সুপারিশসমূহ
নির্মাণ করে লিফট স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু লিফটের দু'পাশে বহির্দেয়ালে জানালায় থাই গ্লাস বসানো হয়নি। জানালা উন্মুক্ত থাকায় ভবনে ধুলো -বালি ও বৃষ্টির পানি প্রবেশ করছে। ভবনের বহির্দেয়ালে গ্রীল বসানো হয়েছে অথচ থাই গ্লাস বসানো হয়নি। এটা নিতান্তই গণপূর্ত প্রকৌশলীদের দায়িত্ব অবহেলার পরিচয়।	দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
ফুড এন্ড লাইভলিহুড সিকিউরিটি (এফএলএস) (সংশোধিত) প্রকল্প	
৪.১ **বিলম্বে পিসিআর প্রেরণঃ** আইএমইডি'র ২৯/০৩/২০০৬ তারিখের আইএমইডি/সমন্বয়-৩/৬(৩)/২০০৪/১৬২ নং পরিপত্রের ১৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর সাড়ে তিন মাসের মধ্যে পিসিআর প্রেরণের নির্দেশনা থাকলেও কয়েকটি প্রকল্পের পিসিআর অনেক বিলম্বে পাওয়া যায়, যা সম্পূর্ণ অনাকাঙ্খিত এবং এত দেরিতে পিসিআর প্রেরণ যে কোন প্রকল্প সঠিকভাবে মূল্যায়নের অন্তরায়।	**৪.১ পিসিআর যথাসময়ে প্রেরণ করতে হয়। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে ভবিষ্যতে যথাসময়ে পিসিআর প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।**
৪.৮ **দুটি প্রধান অঙ্গ বাস্তবায়ন না করাঃ** প্রকল্পটির উদ্দেশ্য অনুযায়ী স্থানীয় প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা, গবেষণা ও শিক্ষা/মূল্যায়ন অঙ্গে ডিপিপিতে ১৮০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যবস্থাপনা খরচ বাবদ ৪৫০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। কিন্তু প্রকল্প বাস্তবায়নকালে এ দুটি অঙ্গ বাস্তবায়ন করা হয়নি। এ দুটি অঙ্গ বাস্তবায়ন না করায় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে জনবলের কারিগরি সহায়তা প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ ও সেমিনার ইত্যাদির মাধ্যমে টেকসই জীবন মান উন্নয়ন ও আয় বর্ধক কর্মসূচির বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণে এনজিও এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়নি;	৪.৮ প্রকল্পের দুটি অঙ্গ যেমন- স্থানীয় প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা, গবেষণা ও শিক্ষা/মূল্যায়ন এবং ব্যবস্থাপনা খরচ অঙ্গের অর্থ কেন খরচ করা হয়নি এবং এ দুটি অঙ্গ কেন বাস্তবায়ন করা হয়নি এ বিষয়টি মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং আইএমইডিকে অবহিত করবে;
৪.৯ **পরামর্শক ফি ও অপারেশনাল খরচ অঙ্গে অতিরিক্ত ব্যয়ঃ** প্রকল্পটির আরডিপিপিতে পরামর্শক ফি (৮৬ জনমাস) খাতে ১৩৫০.০০ লক্ষ টাকা সংস্থান ছিল। প্রকল্প সমাপ্তিতে এ খাতে ব্যয় করা হয়েছে ১৩৯২.৭৬ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ এ খাতে ৪২.৭৬ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে। অপরদিকে, অপারেশনাল খরচ অঙ্গে আরডিপিপিতে ৩৬০.০০ লক্ষ টাকা সংস্থান ছিল। প্রকল্প সমাপ্তিতে এ খাতে ব্যয় করা হয়েছে ৩৯৪.০২ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ এ খাতে ৩৪.০২ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে।	৪.৯ অনুমোদিত ডিপিপি সংস্থান অপেক্ষা কোন অঙ্গে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা পরিকল্পনা ও আর্থিক শৃংখলা পরিপন্থি। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে এ প্রকল্পের দুটি অঙ্গে (পরামর্শক ফি ও অপারেশনাল খরচ) কেন অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা হয়েছে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং আইএমইডিকে তা অবহিত করবে;

শহীদ শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব প্রশিক্ষণ একাডেমীর উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (সংশোধিত) প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ সেপ্টেম্বর, ২০১৪)

১.০ প্রকল্পের নাম : শহীদ শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব প্রশিক্ষণ একাডেমীর উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (সংশোধিত)

২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ : মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

৪.০ প্রকল্পের অবস্থান : জিরানী, গাজীপুর সদর, গাজীপুর

৫.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
৪৬২.৫০	৪৬২.৪৩	৪৫৬.৩৩	অক্টোঃ, ২০১১ হতে সেপ্টেঃ, ২০১৩	অক্টোঃ, ২০১১ হতে সেপ্টেঃ, ২০১৪	অক্টোঃ, ২০১১ হতে সেপ্টেঃ, ২০১৪	(-) ৬.১৭ (১.৩৩%)	১ বছর (৫০%)

নোটঃ ১) আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে প্রকৃত ব্যয় সর্বশেষ অনুমোদিত ব্যয় অপেক্ষা ৬.১৭ লক্ষ টাকা হ্রাস পেয়েছে
২) আলোচ্য বিনিয়োগ প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে।

৬.০ পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ

৬.১ পটভূমিঃ

দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক মহিলা। এদের অধিকাংশ দরিদ্র, অসহায় ও দুঃস্থ। সরকার দেশের জাতীয় ও সার্বিক উন্নয়নে এসব মহিলাদের অংশগ্রহণের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করছে। নারীরা জাতীয় মোট রাজস্বের সূচকে দেশের পোষাক শিল্প, পোল্ট্রি, ফার্ম, কৃষি উৎপাদনসহ অন্যান্য কারিগরি বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্র ম বাজারে বিরাট ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। এ কারণে সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কারিগরি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মহিলাদের যথেষ্ট চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির সাথে সামঞ্জস্য রেখে কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট মহিলাদের ব্যাপক হারে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃ ষ্টি করা প্রয়োজন। আলোচ্য প্রশিক্ষণ একাডেমীর ৬ষ্ঠ তলা ফাউন্ডেশনের উপর ৪র্থ তলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ ইতোপূর্বে সম্পন্ন হয়েছে। এতে ১০০ জন মহিলা আবাসিকভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে। স্থানীয় শিল্প কারখানার চাহিদার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা ও প্রশিক্ষ ণের মান বৃদ্ধিকল্পে একাডেমীর উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ একান্ত প্রয়োজন হওয়ায় একাডেমী ভবনের ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৬.২ উদ্দেশ্যঃ

ক) বিদ্যমান শহীদ শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব প্রশিক্ষণ একাডেমীর ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করা;
খ) প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসিক সুবিধাসহ আধুনিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বেকারত্ব ও দারিদ্র দূরীকরণের পাশাপাশি অসহায় নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৭.০ প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ প্রকল্পের আওতায় নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম পরিচালনা করাঃ

- শহীদ শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব প্রশিক্ষণ একাডেমীর ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ;
- অফিস যন্ত্রপাতি ক্রয়;
- আসবাবপত্র ক্রয়;
- মহিলাদের আবাসিক সুবিধাসহ আধুনিক কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান।

৮.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত ব্যয়	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৫	৪	৭	৬
	(ক) রাজস্ব ব্যয়ঃ					
০১	সরবরাহ ও সেবা	থোক	-	২৭.৭৪	-	২১.৯৯
	(খ) মূলধন খাতঃ					
০২	অফিস ইক্যুইপমেন্ট	সংখ্যা	১১৮	১৩.৭২	১১৮	১৩.৫৩
০৩	আসবাবপত্র	সংখ্যা	৪০৯	২৬.৬০	৪০৯	২৬.৫৩
০৪	পূর্ত কাজ	বঃমিঃ	৬৩৩.৮২	৩৮৯.৪৪	৬৩৩.৮২	৩৮৯.৩৫
০৫	ক্ষুদ্র মূলধন কাজ	থোক	-	৪.৯৩	-	৪.৯৩
	উপ-মোট (মূলধন):			**৪৩৪.৬৯**		**৪৩৪.৩৪**
	মোট ব্যয় (রাজস্ব ও মূলধন):			**৪৬২.৪৩**		**৪৫৬.৩৩**

৯.০ **কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ** বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী সকল অংগের বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১০.০ **প্রকল্পের অনুমোদন:** মূল প্রকল্পটি গত ২৫/১০/২০১১ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ৪৬২.৫০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে অক্টোবর, ২০১১ হতে সেপ্টেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরুর পর প্রকল্পের আওতায় নির্মিত প্রশিক্ষণ ভবনের হল রুমে সাউন্ড সিস্টেম, আসবাবপত্র, এয়ার কন্ডিশন স্থাপনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাছাড়া জেনারেটর কক্ষ নির্মাণ, লিফট স্থাপন, লিফট কোর নির্মাণ, ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি নুতনভাবে স্থাপনের লক্ষ্যে প্রকল্প সংশোধন করা হয়। সংশোধিত ডিপিপি ৪৬২.৪৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অক্টোবর, ২০১১ হতে সেপ্টেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১৮/০৩/২০১৪ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

১১.০ **বছর ভিত্তিক এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ		অবমুক্তি	ব্যয়	
	মোট	টাকা	(টাকা)	মোট	টাকা
২০১১-২০১২	১০৬.৫০	১০৬.৫০	১০৬.৫০	১০৫.৮৮	১০৫.৮৮
২০১২-২০১৩	২৫০.০০	২৫০.০০	২৫০.০০	২১০.৩২	২১০.৩২
২০১৩-২০১৪	১৩৭.০০	১৩৭.০০	১৩৭.০০	১০৯.১৬	১০৯.১৬
২০১৪-২০১৫	৩৩.০০	৩৩.০০	৩৩.০০	৩১.০৪	৩১.০৪
মোটঃ	**৫২৬.৫০**	**৫২৬.৫০**	**৫২৬.৫০**	**৪৫৬.৪০**	**৪৫৬.৪০**

১২.০ **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

বেগম ইউরিদা সাইদ, জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা এ প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

১৩.০ **প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বিশ্লেষণঃ**

১৩.১ **পূর্ত নির্মাণঃ** প্রকল্পের আওতায় শহীদ শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব প্রশিক্ষণ একাডেমীর ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের জন্য ৬৩৩.৮২ বঃমিঃ পূর্ত নির্মাণের লক্ষ্যে আরডিপিপিতে ৩৮৯.৪৪ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ৩৮৯.৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে;

১৩.২ **অফিস ইক্যুইপমেন্ট ক্রয়ঃ** প্রকল্পের আওতায় একাডেমীতে ব্যবহারের জন্য ১১৮টি অফিস ইক্যুইপমেন্ট ক্রয় বাবদ আরডিপিপিতে ১৩.৭২ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ১৩.৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে;

১৩.৩ **আসবাবপত্র ক্রয়ঃ** একাডেমীর নতুন সম্প্রসারিত ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলায় প্রশিক্ষণার্থী মহিলাদের আবাসিকভাবে বসবাসের জন্য আরডিপিপিতে ৪০৯টি আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ ২৬.৬০ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ২৬.৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে;

১৪.০ প্রকল্প পরিদর্শনঃ

প্রকল্পটির সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে আইএমইডি 'র পরিচালক (স্বাস্থ্য ও সমন্বয়) জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ খান কর্তৃক ০৭/১২/২০১৬ তারিখে গাজীপুর সদর উপজেলার জিরানীতে শহীদ শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব প্রশিক্ষণ একাডেমী পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় প্রকল্প পরিচালক ও গণপূর্ত বিভাগের সহকারী প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নরূপঃ

শহীদ শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব প্রশিক্ষণ একাডেমীর ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা সম্প্রসারণ

১৪.১ প্রকল্পের আওতায় শহীদ শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব প্রশিক্ষণ একাডেমীর ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করে ৬৩৩.৮২ বঃমিঃ নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত ভবনের ২য় তলায় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, মোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, সুইং মেশিন, বিউটিফিকেশন, এ্যামব্রয়ডারী, ড্রেস মেকিংসহ অন্যান্য ট্রেডের ওপর বিভিন্ন মেয়াদে আবাসিকভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত একাডেমীতে প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসনের সমস্যা দূরীকরণার্থে ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করা হয়েছে। সম্প্রসারণকৃত অংশে ২ ফ্লোরে ২৪টি আবাসিক কক্ষ এবং প্রয়োজনীয় বাথরুম নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে ১০০ জন মহিলা প্রশিক্ষণার্থী আবাসিকভাবে বসবাস করতে পারবে। পরিদর্শনকালে দেখা যায়, নির্মাণ কাজ ২০১৪ সালে সমাপ্তি হলেও এখনো কক্ষগুলো ব্যবহার করছে না। কক্ষগুলোতে ধুলো-বালি পড়ে রয়েছে। ফলে ফ্লোর, দেয়াল, বিছানাপত্র-খাট ময়লা হয়ে আছে। বাথরুমগুলোতে নিম্নমানের স্যানিটারী ফিটিংস ব্যবহার করা হয়েছে। কিছু কিছু বেসিনের পানির ট্যাব নষ্ট হয়ে গেছে। কক্ষগুলো ব্যবহার শুরু করা হয়নি, অথচ ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলার কয়েকটি কক্ষের দেয়াল ড্যাম হয়ে গেছে। উপস্থিত সহকারী প্রকৌশলী জানান, ছাদ থেকে যে পাইপ দিয়ে পানি নিষ্কাশন হয়, দেয়ালের ভেতরে সে পাইপ লিকেজ হওয়ায় দেয়াল ড্যাম হয়ে গেছে। ৫ম তলা থেকে ছাদ পর্যন্ত সিঁড়ির দেয়ালও ড্যাম হয়ে গেছে। লিফট কোরের জানালায় থাই গ্লাস সংযোগ করা হয়নি। ফলে জানালা দিয়ে ভবনে ধুলোবালি ও বৃষ্টির প্রবেশ করে। ভবনের ছাদে স্থাপিত অস্থায়ী পানির ট্যাংকের পাইপ লিক হয়ে পানি পড়তে দেখা যায়।

একাডেমীর ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলার কয়েকটি কক্ষের দেয়াল ও সিঁড়ির দেয়ালে ড্যাম

ভবনের ছাদে পানির ট্যাংক থেকে পাইপ লিকেজ হয়ে পানি পড়ছে

ব্যবহার শুরু করার পূর্বেই বেসিনের পানির ট্যাব নষ্ট হয়ে গেছে

১৪.২ দরপত্র সংক্রান্ত তথ্যঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	NOA প্রদানের তারিখ	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তিমূল্য	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	কাজ সমাপ্তির প্রকৃত তারিখ	মন্তব্য
১	৫ম ও ৬ষ্ঠ তলার উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	২৫/০৩/১২	১৮০.১২	১৯৭.৮৭	০৪/০৭/১২	০৪/০৭/১২	কার্যাদেশ অনুযায়ী যথাসময়ে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে
২	সীমানা প্রাচীর, উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ ও মেরামত	২৫/০৪/১৩	৩০.১৮	৩০.১৮	২৩/০৬/১৩	২৩/০৬/১৩	
৩	লিফট সরবরাহ ও স্থাপন	২৬/০৬/১৪	২৫.০০	২৩.৯৮	২৬/০৯/১৪	২৬/০৯/১৪	
৪	লিফট কোর নির্মাণ	২১/০৪/১৪	২৮.৪৯	২৮.৪৭	১৯/০৬/১৪	১৯/০৬/১৪	
৫	মূল গেইট নির্মাণ	৩০/০৪/১৩	১৮.১৫	১৩.০৪	২৮/০৬/১৩	২৮/০৬/১৩	

১৫.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
ক) বিদ্যমান শহীদ শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব প্রশিক্ষণ একাডেমীর ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করা;	শহীদ শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব প্রশিক্ষণ একাডেমীর ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করা হয়েছে;
খ) প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসিক সুবিধাসহ আধুনিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বেকারত্ব ও দারিদ্র দূরীকরণের পাশাপাশি অসহায় নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।	একাডেমী ভবনের ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা নির্মাণ করায় প্রশিক্ষণার্থীগণ আবাসিকভাবে বসবা স করতে পারবে। আবাসিকভাবে বসবাস করে প্রশিক্ষণার্থীগণ সুষ্ঠুভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারবে।

১৬.০ আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণঃ

১৬.১ **বিলম্বে পিসিআর প্রেরণ :** আইএমইডি'র ২৯/০৩/২০০৬ তারিখের আইএমইডি/সমন্বয়-৩/৬(৩)/২০০৪/১৬২ নং পরিপত্রের ১৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর ৩ (তিন) মাসের মধ্যে পিসিআর প্রেরণের নির্দেশনা থাকলেও আলোচ্য প্রকল্পটি সেপ্টেম্বর, ২০১৪'তে সমাপ্ত হলেও প্রকল্পটির পিসিআর আইএমইডি 'তে পাওয়া যায় ০৭/১২/২০১৬ তারিখে অর্থাৎ প্রকল্প সমাপ্তির ২ বছর ২ মাস পর; যা পরিকল্পনা শৃংখলা পরিপন্থী;

১৬.২ **নির্মিত ভবনের ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলার কয়েকটি কক্ষের দেয়াল ড্যামঃ** শহীদ শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব প্রশিক্ষণ একাডেমীর নির্মিত ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলার কয়েকটি কক্ষে ড্যাম পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক ও গণপূর্ত বিভাগের সহকারী প্রকৌশলী জানান, ছাদ থেকে পানি নামার জন্য দেয়ালের ভেতর দিয়ে যে পাইপ বসানো হয়েছে সে পাইপ লিকেজ হওয়ায় দেয়াল ড্যাম হচ্ছে। তাছাড়া বাথরুমের স্যানিটারী ফিটিংস নিম্নমানের হওয়ায় কয়েকটি বেসিনের পানির ট্যাব নষ্ট হয়ে গেছে;

১৬.৩ **ভবনটি যথাযথ ব্যবহার না করাঃ** শহীদ শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব প্রশিক্ষণ একাডেমীতে আবাসিকভাবে মহিলাদের প্রশিক্ষণের জন্য ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা নির্মাণ করা হ য়। নির্মাণ খাতে ৩৮৯.৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হ য়। প্রকল্পটি সেপ্টেম্বর, ২০১৪-তে সমাপ্ত হলেও নবনির্মিত অংশ এখনো ব্যবহার শুরু করা হয়নি। ফলে নির্মিত কক্ষগুলো অ যত্ন, অবহেলায়, অপরিষ্কারভাবে পড়ে রয়েছে। প্রকল্পের অর্থে ক্রয়কৃত আসবাবপত্রও ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না। এতে প্রকল্পের উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে;

১৬.৪ **লিফট কোরের জানালায় থাই গ্লাস বসানো হয়নিঃ** প্রকল্পের অর্থে একাডমী ভবন সংযুক্ত পশ্চিম পাশ দিয়ে লিফট কোর নির্মাণ ক রে লিফট স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু লিফটের দু 'পাশে বহির্দেয়ালে জানালায় থাই গ্লাস বসানো হয়নি। জানালা উন্মুক্ত থাকায় ভবনে ধুলো-বালি ও বৃষ্টির পানি প্রবেশ করছে। ভবনের বহির্দেয়ালে গ্রীল বসানো হয়েছে অথচ থাই গ্লাস বসানো হয়নি। এটা নিতান্তই গণপূর্ত প্রকৌশলীদের দায়িত্ব অবহেলার পরিচয়।

১৭.০ সুপারিশঃ

১৭.১ বিলম্বে পিসিআর প্রেরণ পরিকল্পনা শৃংখলা পরিপন্থী। প্রকল্পের পিসিআর ২ বছর বিলম্বে প্রেরণের বিষয়ে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্প পরিচালকের নিকট ব্যাখ্যা চাওয়া যেতে পারে। ভবিষ্যতে কোন প্রকল্প সমাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অবশ্যই প্রকল্প সমাপ্তির তিন মাসের মধ্যে নির্ভুল ও সঠিক তথ্য সম্বলিত পিসিআর আইএমইডি 'তে প্রেরণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৬.১ দ্রষ্টব্য);

১৭.২ শহীদ শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব প্রশিক্ষণ একাডেমীর নবনির্মিত ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলার কয়েকটি কক্ষের দেয়ালে ড্যাম হওয়ার বিষয়টি গণপূর্ত বিভাগ ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক উদঘাটন করে দ্রুত মেরামত ও দেয়ালে রং করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৬.২ দ্রষ্টব্য);

১৭.৩ প্রকল্পের কাঙ্খিত ফলাফল অর্জ ন ও মহিলা প্রশিক্ষণার্থীদের বসবাসের লক্ষ্যে একাডেমী ভবনের নবনির্মিত কক্ষগুলো যথাযথ ব্যবহার এবং নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৬.৩ দ্রষ্টব্য);

১৭.৪ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাজস্ব বাজেটে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থের সংস্থান রাখতে হবে;

১৭.৫ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত অফিস সরঞ্জাম , আসবাবপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণে যত্নশীল হতে হবে;

১৭.৬ গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক একাডেমী ভবনের লিফট কোরের দু'পাশে জানালায় থাই গ্লাস বসানোর জন্য দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৬.৪ দ্রষ্টব্য)।

১৭.৭ অনুচ্ছেদ ১৭.১ থেকে ১৭.৬ এর প্রেক্ষিতে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে আইএমইডিকে অবহিত করবে।

"অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন প্রকল্প (২য় পর্যায়)" শীর্ষক বিনিয়োগ প্রকল্পের সমাপ্তি মুল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত ঃ জুন, ২০১৫)

১। প্রকল্পের অবস্থান : ১. ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুর বিভাগ ।

২. ৫টি জেলার ৬টি উপজেলা ঃ মানিকগঞ্জ সদর, নারায়ণগঞ্জ সদর, কালিগঞ্জ, রূপগঞ্জ সদর, সরাইল এবং যশোর সদর।

২। মন্ণালয় /বিভাগ : মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্লালয়।

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : জাতীয় মহিলা সংস্থা।

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১৩৮৪.৫০	১৩৮৪.৫০	১৩৩৬.৪৯	জুলাই ২০১০ থেকে জুন ২০১৫	জুলাই ২০১০ থেকে জুন ২০১৫	জুলাই ২০১০ থেকে জুন ২০১৫	-	-

৫.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর-এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত ব্যয়	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	কর্মকর্তাদের বেতন	৫ জন	৫৮.০৬১	৫ জন	৫৬.৯৯
২	কর্মচারীদের বেতন	৭ জন	৩৬.২৫৮	৭ জন	৩২.৫৯
৩	উৎসব ভাতা	১২ জন	৭.৬০৫	১২ জন	৭.৩৪
৪	টিএ/ডিএ	থোক	১২.৪৫	থোক	১২.৩১
৫	ওভারটাইম	থোক	৩.৮২	থোক	৩.৮০
৬	উৎপাদন কেন্দ্র	থোক	২.৭৪	থোক	২.২৪
৭	বিক্রয় কেন্দ্র ভাড়া (অগ্রিম, বিলস), ডেকোরেশন	থোক	১৪.৭২	থোক	১৩.৫৭
৮	অফিস ভাড়া	৭টি	৮২.৩১	৭টি	৮০.১২
৯	টেলিফোন ও মোবাইল বিল	থোক	১.৬৬৯	থোক	১.৬৫
১০	বিদ্যুৎ, গ্যাস ও ওয়াসা বিল	থোক	১৩.৪৯	থোক	১২.০৩
১১	জ্বালানী ও সংরক্ষণ	থোক	২৩.৭৭৫	থোক	২৩.১৫
১২	প্রশিক্ষণ উপকরণ প্রস্তুত	থোক	১৬.৯৭	থোক	১৬.৯৩
১৩	ষ্টেশনারী	থোক	৮.২৭৫	থোক	৮.২৫
১৪	প্রকাশনা	থোক	৭.৯৫	থোক	৭.৯৩
১৫	উদ্যোক্তা এবং বেকার মহিলাদের প্রশিক্ষণ	২৫০০+৫৭৫০ = ৮২৫০ জন	৬৪৮.৯৪৬	২৪৭৪+৫৭০৪ = ৮১৭৮ জন	৬৪৮.৮৮
১৬	জাতীয় মহিলা সংস্থার স্থায়ী কর্মচারীদের টিওটি	২৫ জন	৫.০০	২৫ জন	৫.০০

ক্রঃ নং	অংগের নাম	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত ব্যয়	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
	প্রশিক্ষণ				
১৭	ওরিয়েন্টশন ও ওয়ার্কশপ	থোক	৯৮.৯৫	থোক	৯৮.৯৫
১৮	বাণিজ্য মেলা	থোক	১৮৫.৪৯১	থোক	১৪৯.৯৬
১৯	চুক্তিভিত্তিক নিয়োগকৃত উদ্যোক্তাদের সম্মানী ভাতা	থোক	৯.০০	থোক	৮.৯৬
২০	উৎপাদন কেন্দ্রের জন্য কাচাঁমাল	থোক	৭.৯৮	থোক	৭.৯৩
২১	সম্মানী/সভায় উপস্থিতি ভাতা	থোক	৮.৮২	থোক	৭.৬৮
২২	কন্টিনজেন্সি	থোক	১৫.৮৮	থোক	১৫.৮৮
২৩	মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	৪.০৪	থোক	৪.০৪
২৪	সরঞ্জামাদি	৩৯৮ টি এবং থোক	৪৫.০১	৩৯৮ টি	৪৫.০১
২৫	আসবাবপত্র	৯৩২ টি এবং থোক	৬০.৩০	৯৩২ টি	৬০.২৯
২৬	মহিলা উদ্যোক্তাদের তৈরী দব্যাদি সংগ্রহ	থোক	৪.৯৯	থোক	৪.৯৯
	সর্বমোট:	-	**১৩৮৪.৫০**	-	**১৩৩৬.৪৯**

৬.০ **কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ** প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে পিসিআর -এর তথ্যানুযায়ী কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭.০ **সাধারণ পর্যবেক্ষণ ঃ**

৭.১ পটভূমি ঃ

দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই নারী। সামাজিক মনোভাব এবং নারীর কর্ম অনুকূল পরিবেশ না থাকায় নারীর অগ্রগতি পিছিয়ে আছে। ফলে দেশের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বৃহৎ নারী জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে উদ্বুদ্ধ ও সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি এবং নারী সমাজকে মানব সম্পদে পরিণত করার উদ্দেশ্যে জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক ৮৯১.৯২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে "অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন" শীর্ষক একটি প্রকল্প জুলাই, ২০০৩ হতে জুন, ২০০৮ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে। উক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের আওতায় ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগে ১,৭০০ জনকে বিভিন্ন ট্রেডে এবং ৮০০ জনকে ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে অনেকের আত্ম - কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। ১ম পর্যায়ের প্রকল্পটির প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দু:স্থ, অসহায় ও দরিদ্র নারীদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সষ্টি হচ্ছে বিধায় এ প্রকল্পের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য নতুন প্রকল্প গ্রহণের সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রকল্পের ১ম পর্যায়ের বাস্তবায়নকালীন অভিজ্ঞতা, জাতীয় মহিলা সংস্থার বিভিন্ন জেলা শাখার চাহিদা, নারী শিক্ষার হার, জীবনমান, ভৌত অবকাঠামো, যোগাযোগ ব্যবস্থা, কর্মসংস্থানের সুযোগ সষ্টি ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে কার্যক্রমটির **২য় পর্যায়** পুনরায় সর্বমোট ১৩৮৪.৫০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১০ থেকে জুন, ২০১৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত হয়।

৭.২ **উদ্দেশ্য:** প্রকল্পটির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হল:

(ক) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৮,২৫০ জন নারীর উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়ন;
(খ) ৫,৭৫০ জন বেকার মহিলাদের দক্ষতা সৃস্টির লক্ষ্যে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
(গ) ২,৫০০ জন নারী উদ্যোক্তার পেশাগত ও ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
(ঘ) মহিলাদের প্রশিক্ষণের বাস্তব জ্ঞান অর্জন ও মান সম্পন্ন হস্তশিল্প সামগ্রী উৎপাদনের একটি কেন্দ্র স্থাপন করা এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় একটি বিক্রয় ও প্রদর্শনী শেড স্থাপন;

(ঙ) সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান যেমন- EPB, SME ফাউন্ডেশন, PKSF এবং অন্যান্য NGO এর সাথে

সংযোগ স্থাপন করা;

(চ) নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টির ক্ষেত্রে পরিবেশ তৈরীর লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়নে উদ্যোগ গ্রহণ; এবং

(ছ) স্থানীয় উদ্যোক্তা এবং তাদের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি তথ্য ব্যাংক স্থাপন করা।

৮.০ প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থা ও সংশোধন ঃ প্রকল্পের ১ম পর্যায়ের অর্জিত সফলতা ও অভিজ্ঞতাকে বিবেচনা করে কার্যক্রমটি ৬টি বিভাগীয় শহরে সর্বমোট ১৩৮৪.৫০ লক্ষটাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১০ থেকে জুন, ২০১৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষকর্তৃক ১২/০৮/২০১০ তারিখে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রশিক্ষণের চাহিদা বৃদ্ধি বিবেচনা করে ৭টি বিভাগীয় শহর ও ৫টি উপজেলায় সম্প্রসারিত করে মেয়াদকাল জুন, ২০১৫ অপরিবর্তিত রেখে ০৯/১০/২০১৪ তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষকর্তৃক প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়। পরবর্তীতে ডিপিইসি কর্তৃক আন্তঃখাত সমন্বয়ের সুপারিশপূর্বক গত ২৯/০৬/২০১৫-তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনের প্রশাসনিক আদেশ জারী করা হয়।

৯.০ বছর ভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় ঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি	ব্যয়			অব্যয়িত অর্থ
	মোট	টাকা	প্র:সা:		মোট	টাকা	প্র:সা:	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
২০১০-২০১১	৯৭.৫০	৯৭.৫০	-	৯৭.৫০	৫৯.০৬	৫৯.০৬	-	৩৮.৪৪
২০১১-২০১২	২৮২.০০	২৮২.০০	-	২৮২.০০	২৭৬.০৭	২৭৬.০৭	-	৫.৯৩
২০১২-২০১৩	২৯৩.০০	২৯৩.০০	-	২৯৩.০০	২৯০.৯৮	২৯০.৯৮	-	২.০২
২০১৩-২০১৪	৩০০.০০	৩০০.০০	-	৩০০.০০	২৯৩.১২	২৯৩.১২	-	৬.৮৮
২০১৪-২০১৫	৪৫৩.০০	৪৫৩.০০	-	৪৫৩.০০	৪১৭.২৬	৪১৭.২৬	-	৩৫.৭৩
মোট:	**১৪২৫.৫০**	**১৪২৫.৫০**		**১৪২৫.৫০**	**১৩৩৬.৪৯**	**১৩৩৬.৪৯**		**৮৯.০০**

১০.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য ঃ প্রকল্পের শুরু থেকে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব, আনোয়ারা বেগম ২৬/০৭/২০১১ তারিখ হতে ৩০/০৬/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

১১.০ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত মূল কার্যক্রমসমূহ ঃ প্রকল্পের মূল কার্যক্রম হচ্ছে- প্রশিক্ষণ, অফিস ভাড়া, প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ক্রয়, আসবাবপত্র ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ, ওরিয়েন্টশন ও কর্মশালা, বাণিজ্য মেলা ইত্যাদি।

১২.০ প্রকল্প পরিদর্শন ঃ

১২.১ প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের নিমিত্ত আইএমইডি কর্তৃক ০১/১০/২০১৫ তারিখে খুলনা বিভাগীয় সদর এবং ১৩/১০/২০১৫ তারিখে রাজশাহী বিভাগীয় সদরে প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। সরেজমিনে পরিদর্শনের সময় খুলনা ও রাজশাহী জেলায় এ প্রকল্পের আওতায় যথাক্রমে ৪২ জন ও ২০ জন প্রশিক্ষিত নারীর সাথে আলোচনা ও মত বিনিময় করা হয়। এছাড়া উক্ত কেন্দ্রদ্বয়ের নির্বাহী কর্মকর্তা ও প্রতিটি কেন্দ্রে ৩ জন প্রশিক্ষক যারা প্রকল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন, তাদের সাথে আলোচনা করা হয় এবং তাদের মতামত গ্রহণ করা হয়।

১২.২ খুলনা ৬ নং শেরে বাংলা রোডে জাতীয় মহিলা সংস্থার অফিসেই প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়েছে। ভবনটি পুরাতন। তবে ৫/৬টি প্রশিক্ষণ কক্ষ রয়েছে এবং প্রশিক্ষণের জন্য মোটামুটি খোলামেলা। প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণের জন্য ভাড়াভিত্তিক কেন্দ্রটি ব্যবহৃত হয়েছে। এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যন্ত্রপাতি/আসবাবপত্র দেখা গেছে। তবে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী কর্মকর্তা জানান যে, উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে প্রকল্পের আওতায় ২/৩টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ যশোর সদরে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং কিছু আসবাবপত্র যশোরে এখনও রয়েছে।

১২.৩ রাজশাহী পরিদর্শনকালে নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব নুরুল ইসলাম জানান যে, ১৮,০০০/মাসিক ভাড়ায় ১১৯৯, রানী বাজার, রাজশাহী-তে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ছিল খুব খোলামেলা ছিল। প্রকল্পটি সমাপ্তির পর ০১ লা সেপ্টেম্বর ২০১৫ থেকে

নাজ ভিলা, মালোপাড়া-রাজশাহী নগরের তিন তলা ভবনের নীচ তলায় জাতীয় মহিলা সংস্থার একটি কর্মসূচীর আওতায় ক্যাটারিং ট্রেডে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে তাঁরা বর্তমানে কাজ করছেন। উক্ত কক্ষেই প্রকল্পের আওতায় হাজিরকৃত প্রশিক্ষিত মহিলাদের সাথে আলোচনা করা হয়। নির্বাহী কর্মকর্তা জানান যে, প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত সকল প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ঢাকায় জাতীয় মহিলা সংস্থা প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

১৩.০ **প্রকল্পটির গুরুত্বপূর্ণ অংগের বাস্তবায়ন অগ্রগতি:**

১৩.১ **কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদিঃ** কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও উৎসব ভাতা বাবদ আরডিপিপিতে সংস্থানকৃত ১০১.৯২৪ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৯৬.৯২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। উল্লেখ্য, আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প পরিচালক, মার্কেটিং অফিসার, ট্রেনিং অফিসার, ২ জন সহকারী ট্রেনিং অফিসার, কম্পিউটার অপারেটর, হিসাব রক্ষক, ২ জন ডাইভার, ২ জন এমএলএসএস এবং ১ জন ঝাড়দার নিয়োগ করা হয়।

১৩.২ **উদ্যোক্তা এবং বেকার মহিলাদের প্রশিক্ষণঃ** উদ্যোক্তা এবং বেকার মহিলাদের প্রশিক্ষণ বাবদ আরডিপিপিতে সংস্থানকৃত ৬৪৮.৯৫ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৬৪৮.৮৯ লক্ষ টাকা (৯৯.৯৯%) ব্যয় হয়েছে। উলেস্নখ্য, ডিপিপিতে ৭,৭৫০ জন উদ্যোক্তা এবং বেকার মহিলাদের প্রশিক্ষণ বাবদ ৬৪৮.৯৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে জাতীয় মহিলা সংস্থার বিভিন্ন স্থানে প্রশিক্ষণের চাহিদা বৃদ্ধি বিবেচনা করে ৫টি উপজেলায় সম্প্রসারিত করে মেয়াদকাল জুন, ২০১৫ অপরিবর্তিত রেখে ০৯/১০/২০১৪ তারিখে যথাযথ কর্তপক্ষ কর্তৃক উদ্যোক্তা এবং বেকার মহিলাদের প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৭৭৫০ জনের পরিবর্তে ৮,২৫০ জন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। তন্মধ্যে এ প্রকল্পে ৮,১৭৮ জন বেকার নারীদের বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

১৩.৩ **অফিস ভাড়া এবং বিদ্যৎ, গ্যাস, পানি বিলঃ** ৭টি বিভাগে অফিস ভাড়া এবং বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি বিল বাবদ আরডিপিপিতে সংস্থানকৃত ৯৫.৮০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৯২.১৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

১৩.৪ **টেলিফোন ও মোবাইল বিলঃ** টেলিফোন ও মোবাইল বিল বাবদ আরডিপিপিতে সংস্থানকৃত ১.৬৬৯ লক্ষ টাকার বিপরীতে ১.৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

১৩.৫ **প্রকাশনাঃ** সার্টিফিকেট ও বিভিন্ন বিভাগে প্রশিক্ষণের প্রচারের জন্য লিফলেট ইত্যাদি মুদ্রণ ও প্রকাশনা বিল বাবদ আরডিপিপিতে সংস্থানকৃত ৭.৯৫ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৭.৯৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

১৩.৬ **বাণিজ্য মেলাঃ** নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বিপণনের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশে একটি ও বিদেশে ৩টি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণসহ প্রতি বছর বিভাগীয় পর্যায়ে ২টি এবং কেন্দ্রীয়ভাবে ২টি মোট ১৬টি ঈদ ও বৈশাখী মেলার আয়োজন বাবদ আরডিপিপিতে সংস্থানকৃত ১৮৫.৪৯১ লক্ষ টাকার বিপরীতে ১৪৯.৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

১৩.৭ **ওরিয়েন্টশন ও ওয়ার্কশপঃ** নারী উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রকল্পের উদ্যোগে ৫৪টি কর্মশালা (ডিজাইনারদের নিয়ে ২৭টি ও উদ্যোক্তাদের নিয়ে ২৭টি) এবং ৩১টি ওরিয়েন্টশন প্রোগ্রাম বাবদ আরডিপিপিতে সংস্থানকৃত ৯৮.৯৫ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৯৮.৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

১৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন (প্রাপ্ত পিসিআর - এর ভিত্তিতে) ঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য		অর্জিত ফলাফল	
(ক)	প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৮,২৫০ জন নারীর উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়ন;	(ক)	৮,১৭৮ জন নারীদের বিভিন্ন ট্রেডে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ তাদের স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করবে, যা নারীর ক্ষমতায়নের জন্য সহায়ক হয়েছে;
(খ)	৫,৭৫০ জন বেকার মহিলার দক্ষতা সৃস্টির লক্ষ্যে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা;	(খ)	৫,৭০৪ জন বেকার মহিলার দক্ষতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন ট্রেডে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
(গ)	২,৫০০ জন নারী উদ্যোক্তার পেশাগত ও ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধি করা;	(গ)	২,৪৭৪ জন নারী উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাগত ও ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়েছে;
(ঘ)	মহিলাদের প্রশিক্ষণের বাস্তব জ্ঞান অর্জন ও মান সম্পন্ন হস্তশিল্প সামগ্রী উৎপাদনের একটি কেন্দ্র স্থাপন করা এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় একটি	(ঘ)	মহিলাদের প্রশিক্ষণের বাস্তব জ্ঞান অর্জন ও মান সম্পন্ন হস্তশিল্প সামগ্রী উৎপাদনের জন্য প্রকল্প হতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারী উদ্যোক্তাদের জন্য জাতীয় মহিলা সংস্থার ৮ তলায় ২টি

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য		অর্জিত ফলাফল	
	বিক্রয় ও প্রদর্শন শেড স্থাপন;		করে উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া নারী উদ্যোক্তাদের দ্বারা উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বিপণনে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকাস্থ এলিফ্যান্ট রোডে ইস্টার্ণ মল্লিকা শপিং কমপ্লেক্স এর ৩য় তলায় 'উন্মেষ' নামে একটি বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে;
(ঙ)	সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান যেমন- EPB, SME ফাউন্ডেশন, PKSF, এবং অন্যান্য NGO এর সাথে সংযোগ স্থাপন করা;	(ঙ)	নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসা শুরু করার জন্য ঋণ গ্রহণের সুযোগ এবং দেশি - বিদেশি বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক, EPB, SME ফাউন্ডেশন, PKSF এবং বিভিন্ন NGO এর সাথে তথ্য বিনিময়, উদ্যোক্তাদের বিকাশের লক্ষ্যে ঋণ প্রদান বিষয়ে সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে;
(চ)	নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টির ক্ষেত্রে পরিবেশ তৈরীর লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়নে উদ্যোগ গ্রহণ; এবং	(চ)	নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টির ক্ষেত্রে পরিবেশ তৈরীর লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়নের সভা/সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। শীঘ্র নীতিমালা প্রকাশের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে; এবং
(ছ)	স্থানীয় উদ্যোক্তা এবং তাদের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি তথ্য ব্যাংক স্থাপন করা।	(ছ)	নারী উদ্যোক্তা ও তাদের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি তথ্য ব্যাংক স্থাপন করা হয়েছে।

১৫.০ **প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণঃ** প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়েছে।

১৬.০ **প্রকল্পের সামগ্রিক মল্যায়নঃ**

১৬.১ **মল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়সমহঃ** প্রকল্পটি মল্যায়নের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো পর্যালোচনা করা হয়েছে -

- ✓ প্রকল্পের অনুমোদিত আরডিপিপি;
- ✓ প্রকল্পটির আওতায় ২টি বিভাগীয় (রাজশাহী ও খুলনা) শহরে বাস্তবায়িত কাজ পরিদর্শন। পরিদর্শনের সময় সংশ্লিষ্ট জেলার কো-অর্ডিনেটর/প্রশিক্ষকদের মতামত গ্রহণ, কয়েকজন প্রশি ক্ষণ গ্রহণকারীর মতামত পর্যালোচনা, প্রশ্নপত্র ও উম্মুক্ত আলোচনা উভয়ভাবে তথ্য সংগ্রহ;
- ✓ ঢাকাস্থ প্রকল্প কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা; এবং
- ✓ পিসিআর পর্যালোচনা।

১৬.২ **রাজশাহী ও খুলনা বিভাগীয় সদরে পরিচালিত কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য ঃ**

১৬.২.১ **প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত:**

(ক) প্রত্যেক জেলায় প্রকল্পের অর্থায়নে ভাড়া করা বাড়ীতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

(খ) রাজশাহী বিভাগে প্রকল্প শুরু থেকে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত বিউটিফিকেশন- ১০টি ব্যাচ, ক্যাটারিং- ১০টি ব্যাচ, ফ্যাশন ডিজাইন- ১০টি ব্যাচ ও বিজনেস ম্যানেজমেন্ট- ১০টি ব্যাচ সর্বমোট ৪০টি ব্যাচে ১০০০ জন প্রশিক্ষণার্থী সফলভাবে প্রশিক্ষণ শেষ করেছে এবং কোন প্রশিক্ষণার্থী ড্রপ আউট হয়নি;

(গ) খুলনা বিভাগে প্রকল্প শুরু থেকে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত বিউটিফিকেশন- ১০টি ব্যাচ, ক্যাটারিং- ১০টি ব্যাচ, ফ্যাশন ডিজাইন- ১০টি ব্যাচ ও বিজনেস ম্যানেজমেন্ট- ১২টি ব্যাচ সর্বমোট ৪০টি ব্যাচে ১০৫০ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ শেষ করেছে এবং কোন প্রশিক্ষণার্থী ড্রপ আউট হয়নি;

(ঘ) প্রতিদিন দুটি শিফটে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতি শিফটে ২৫ জন করে প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ নিয়েছেন;

(ঙ) বিউটিফিকেশন, ক্যাটারিং, ফ্যাশন ডিজাইন, পটারি বিষয়ে ৬৫ দিন ও বিজনেস ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে ৩০দিন মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কোর্স শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের সনদপত্র বিতরণ করা হয়েছে;

(চ) স্থানীয়ভাবে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে প্রশিক্ষণার্থী আহবান করা হত এবং জানা যায় যে, প্রত্যেক ব্যাচেই ১০০ জনের বেশী আগ্রহী প্রার্থী প্রশিক্ষণের জন্য আবেদন করেছেন। সেক্ষেত্রে জাতীয় মহিলা সংস্থার সংশ্লিষ্ট জেলা

চেয়ারম্যান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রতি ব্যাচে ২৫ জন করে প্রশিক্ষণার্থী বাছাই করা হতো। উল্লেখ্য, বিউটিফিকেশন, ক্যাটারিং, পটারি বিষয়ে ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল অষ্টম শ্রেণী এবং ফ্যাশন ডিজাইন, ইন্টেরিয়র ডিজাইন, বিজনেস ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল এসএসসি পাশ;

(ছ) প্রশিক্ষণে ভর্তি ফি বাবদ কোন টাকা আদায় করা হয়নি এবং প্রশিক্ষণার্থীদের দৈনন্দিন যাতায়াত ভাতা হিসাবে ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা করে দেওয়া হয়েছে। অনেক প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকেও প্রশিক্ষণার্থীরা নিয়মিত প্রত্যেকদিন প্রশিক্ষণ নিয়েছেন;

(জ) মতামত গ্রহণকালে উপস্থিত সকল নারীদের (n=৬২ জন) বয়স বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২/৩ বছর পূর্বে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারীদের মধ্যে প্রায় ২৮% এর বয়স ছিল ২০ বছরের নীচে। অর্থাৎ প্রশিক্ষণ গ্রহণকালে তাদের বয়স ছিল ১৮ বছরের কাছাকাছি। ৩৫ বছরের উর্দ্ধের বয়সের নারী ছিল ৬.৪৫% ;

(ঝ) খুলনা কেন্দ্রে উপস্থিত নারীদের ৪২ জনের মধ্যে ৩০ জনই বর্তমানে এইচএসসি থেকে স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ছাত্রী। বাকী ১২ জন এসএসসি ও তদনিম্নপর্যায়ে শিক্ষিত কিংবা ইতোমধ্যে পড়াশুনা শেষ করেছেন। অন্যদিকে রাজশাহী কেন্দ্রের ২০ জনের মধ্যে ২ জন ছাত্রী এবং বাকীরা সকলেই পড়াশুনা শেষ করেছেন;

(ঞ) প্রায় ৫০% (n=৬২ জন) উপকারভোগী/প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারী জানান যে, তারা এ প্রকল্প এবং প্রকল্পের বাহিরে অন্য উৎস থেকে একাধিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে ন। এক্ষেত্রে জাতীয় মহিলা সংস্থার আলোচ্য প্রকল্পের পূর্বে বাস্তবায়িত ১ম পর্যায়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, বে-সরকারি প্রতিষ্ঠান (যেমন-ফেয়ার লেডিস, ADDOR, কারনেশন-খুলনা, খুলনা ইসলামিক ইনস্টিটিউট ইত্যাদি এর নাম) উল্লেখ করা হয়েছে;

(ট) কোর্স সমাপনান্তে ব্যক্তি, যৌথ কিংবা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আয়ের পরিবর্তন ঘটেছে কি-না এ ধরনের প্রশ্নের জবাবে খুলনা কেন্দ্রের অধিকাংশ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলারা জানান যে, তারা নিজ বাসায় টুকটাক কাজ করছেন এবং আয় সামান্য। তবে রাজশাহী কেন্দ্রে প্রায় ৫০% (n=২০ জন) নারী জানিয়েছেন তারা বিভিন্ন ব্যবসার সাথে জড়িত। তন্মধ্যে প্রায় অর্ধেকে জানিয়েছেন যে, প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে তারা স্বাবলম্বী হয়েছেন;

(ঠ) প্রশিক্ষণের গুণগতমান ভাল ছিল মর্মে শতভাগ উত্তরদাতা মন্তব্য করেছেন। উত্তরদাতাদের শতভাগ কোন ঋণ গ্রহণ করেননি মর্মে তথ্য দিয়েছেন। প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সকলেই জানিয়েছেন যে, প্রশিক্ষণ শেষে অর্থাভাবে তারা ব্যবসার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ কিনতে পারছেন না;

(ড) উম্মুক্ত আলোচনার আহবান করা হলে উপস্থিত সকলে জানান যে, প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর যে যাতায়াত ভাতা দেয়া হয় (বিউটিফিকেশন: ৩,২৫০/- টাকা, ক্যাটারিং: ৩,২৫০/- টাকা, বিজনেস ম্যানেজমেন্ট: ১,৫০০/- টাকা ইত্যাদি) তা মূলত: খরচ হয়ে যায় এবং কোন কাজে আসে না। সেক্ষেত্রে সম্মানী খাতে টাকার পরিমান বাড়িয়ে প্রশিক্ষণ উপকরণ দেয়া হলে তা অধিকতর ফলপ্রসূ হবে মর্মে তারা মতামত দিয়েছেন। এছাড়া মতামত প্রদান করেন যে, প্রচার-প্রচারণা অধিকতর করা হলে প্রকল্পের লক্ষ্য অনুযায়ী প্রশিক্ষণার্থী বাছাই করার সুযোগ বাড়বে। আলোচনায় উঠে আসে যে, বিজনেস ম্যানেজমেন্ট ট্রেডটি মূলত: তত্ত্বীয় এবং এটাকে পৃথক ট্রেড নির্বাচন না করাই শ্রেয়। এক্ষেত্রে খুব ছোট করে ৩/৪টি লেকচারে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে ধারণা দেয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করা হয়। এধরনের গণমূখী প্রশিক্ষণকে আরও বেগবান করার লক্ষ্যে ওমেন্স বিজনেস এসোসিয়েশন, মহিলা জনপ্রতিনিধি, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, কারিগরি প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করা হয়।

১৬.২.২ **<u>যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র:</u>**

খুলনা কেন্দ্রে এ প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ও পর্যাপ্ত আসবাবপত্র ব্যবহার উপযোগী অবস্থায় দেখা গেছে। তবে রাজশাহীতে স্থান অভাবের জন্য প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র প্রধান কার্যালয়ে জমা দেয়া হয়েছে।

১৭। <u>সমস্যা:</u>

১৭.১ **লক্ষ্যভিত্তিক প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন না হওয়া:** প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলাদের মধ্যে বেশীর ভাগই ছাত্র-ছাত্রী। প্রকল্পের উদ্দেশ্যে সুনির্দিষ্টভাবে বেকার মহিলাদের কারিগরি দক্ষতা সৃষ্টির জন্য প্রশিক্ষণ দেয়ার উল্লেখ থাকলেও প্রশিক্ষিত নারীদের মধ্যে বিষয়টি কোন কোন ক্ষেত্রে যথাযথ অনুসরণ করা হয়নি মর্মে লক্ষ্য করা গেছে;

১৭.২ **যাতায়াত ভাতা উপকরণ ক্রয়ে সহায়ক নয়:** প্রশিক্ষণোত্তর যে পরিমাণ অর্থ যাতায়াত ভাতা হিসেবে দেয়া হয় তা মূলত: যাতায়াতের জন্যই খরচ হয়ে যায়। কোন ক্যাশ/ইনসেনটিভ উদ্বৃত থাকে না। ফলে ব্যবসা শুরুর জন্য কোন উপকরণ ক্রয় সম্ভব হয় না;

১৭.৩ **বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কোর্সটি কার্যকরী না হওয়া:** উম্মুক্ত আলোচনা ও প্রাপ্ত মতামতে দেখা গেছে যে, বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কোর্সটি বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বিবিএ অধ্যয়নরত ছাত্রীরা শিখেছেন। সেখানে ব্যবহারিক জ্ঞান খুব কম এবং ৩০ দিন যাবৎ এ কোর্সটি পরিচালনা করায় যৌক্তিকতা যথেষ্ট নয়;

১৭.৪ **ঋণ সুবিধা প্রাপ্তির বিষয়ে প্রশিক্ষণের আলোচ্যসূচীতে না থাকা:** জাতীয় মহিলা সংস্থাসহ সরকারের বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এসএমই ঋণ প্রদান করে থাকে। প্রকল্পের আওতায় এ ধরনের ঋণ সুবিধা প্রাপ্তির বিষয়ে তথ্য সরবরাহ দুর্বল মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে;

১৭.৫ **একই মহিলাকে বিভিন্ন ট্রেডে বার বার প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা:** প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে দেখা গেছে যে, প্রায় ৫০% মহিলা একাধিক ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। একজন মহিলার একাধিক ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণ অর্থের অপচয়সহ প্রশিক্ষণকে লক্ষ্যহীন করে তুলে;

১৭.৬ **প্রচার-প্রচারণা যথেষ্ট না হওয়া:** অনেক ক্ষেত্রেই আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব হতে প্রকল্পের আওতায় এ প্রশিক্ষণের খোঁজ পেয়েছেন। এক্ষেত্রে প্রচার-প্রচারণা অপর্যাপ্ত ছিল মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে;

১৭.৭ **যাতায়াত বাবদ খরচ ৫০ টাকা পর্যাপ্ত না হওয়া:** অধিকাংশ প্রশিক্ষণার্থীরা জানান যে, তারা অনেক দূর থেকে এসেছেন এবং যাতায়াত বাবদ প্রদত্ত ৫০/- যথেষ্ট নয়। উপরন্ত ১০০/- যাতায়াত বাবদ প্রদানের বিষয়ে অনেকেই মন্তব্য করেছেন;

১৮। <u>সুপারিশ:</u>

৮.১ মহিলাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধিসহ উদ্যোক্তা সৃষ্টি একটি প্রতিনিয়ত ও পুন:পুন: প্রকৃতির কাজ। নারীদের উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে এধরনের প্রশিক্ষণের অবদান অনস্বীকার্য। বাংলাদেশের উদীয়মান অর্থনীতিতে মহিলাদের আত্মনির্ভরশীলতা হিসেবে গড়ে তোলার বিকল্প নেই। ইতোমধ্যে ১ম ও ২য় পর্যায়ে গৃহীত এ প্রকল্পের কার্যক্রমের অভিজ্ঞতার আলোকে বেকার, অসহায়, দরিদ্র মহিলাদের এ প্রশিক্ষণের জন্য প্রকল্পটির ধারাবাহিকতায় ৩য় পর্যায়ের প্রকল্প গ্রহণ করা যায়। তবে ভবিষ্যতে মহিলাদের উন্নয়নে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান জাতীয় মহিলা সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে মূল কাজ হিসেবে (Core Activities) বিবেচনা করা আবশ্যক;

১৮.২ উদ্যোক্তা হতে প্রকৃত আগ্রহী, বেকার, অসহায়, উদ্যমী, দরিদ্র নারীদের অগ্রাধিকার দিয়ে বহুল প্রচার-প্রচারণাপূর্বক স্থানীয় মহিলা জনপ্রতিনিধি, জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের প্রতিনিধিসহ সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের (Criteria) ভিত্তিতে লক্ষ্যভিত্তিক প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন করা আবশ্যক;

১৮.৩ প্রশিক্ষণ শেষে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মধ্য হতে অর্থনৈতিক অবস্থা, প্রশিক্ষণকালে আগ্রহ ও অংশগ্রহণ, অর্জিত দক্ষতা ইত্যাদি মাপকাঠীর ভিত্তিতে লব্ধ প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট ব্যবসা শুরুর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উপকরণ বিতরণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে ট্রেডভিত্তিক উপকরণ চিহ্নিত করা, প্রতি ব্যাচে কতজনকে এবং কি উপকরণ দেয়া হবে তা মন্ত্রণালয় নির্ধারণ করতে পারে;

১৮.৪ বিজনেস ম্যানেজমেন্ট ট্রেড কোর্সটি বাদ দেয়া যায় এবং এর পরিবর্তে সকল ট্রেডে এ বিষয়ে ৩/৪টি লেকচার অন্তর্ভুক্ত করা যায়;

১৮.৫ ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্প গ্রহণ করা হলে সহজশর্তে ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ-সুবিধা বিষয়ে প্রতি ট্রেডে লেকচার রাখা যেতে পারে। সেই সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রশিক্ষণার্থীদের সংযোগ স্থাপনের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের সংস্থান রাখা প্রয়োজন।

১৮.৬ একই মহিলা কর্তৃক বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সরকারি প্রকল্পের আওতায় একাধিক প্রশিক্ষণ গ্রহণকে নিরুৎসাহিত করতে হবে;

১৮.৭ প্রতি ব্যাচের প্রশিক্ষণ শুরুর লক্ষ্যে প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনের পূর্বে লিফলেট, পোস্টার, স্থানীয় প্রিন্ট মিডিয়ায় পর্যাপ্ত প্রচার-প্রচারণা চালাতে হবে;

১৮.৮ প্রশিক্ষণার্থীদের যাতায়াত ও হাত খরচ বাবদ প্রাক্কলন বাস্তবতার ভিত্তিতে সন্তোষজনক পর্যায়ে বৃদ্ধি করা যেতে পারে;

১৮.৯ এ প্রকল্পের ১ম ও ২য় পর্যায়ে যারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন এবং২ ভবিষ্যতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন, তাদের একটি ডাটাবেইজ তৈরী করে নিয়মিত তথ্য আপডেট করতে হবে। বার্ষিক ভিত্তিতে তাদের ফলো-আপ এর জন্য স্থানীয়ভাবে সভা/সেমিনার আয়োজন করা যেতে পারে; এবং

১৮.১০ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র পরবর্তী পর্যায়ের প্রকল্পে ব্যবহার করতে হবে। জাতীয় মহিলা সংস্থা অন্তবর্তীকালীন সময়ে এসকল যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র রক্ষণাবেক্ষণ করবে ।

ফুড এন্ড লাইভলিহুড সিকিউরিটি (এফএলএস) (সংশোধিত) প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ ডিসেম্বর, ২০১৪)

১। প্রকল্পের নাম : ফুড এন্ড লাইভলিহুড সিকিউরিটি (এফএলএস) (সংশোধিত)

২। মন্ত্রণালয়/বিভাগ : মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

৪। প্রকল্পের অবস্থান : নওগাঁ, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ২২টি উপজেলা

৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা প্রঃসাঃ	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা প্রঃসাঃ	মোট টাকা প্রঃসাঃ	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
২২৩৩৩.১৮ ৫৪০.০০ ২১৬০০.০০ (এনজিও-১৯৩.১৮)	২২১৫৯.৬৮ ৩৬৬.৫০ ২১৬০০.০০ (এনজিও-১৯৩.১৮)	২১০৪৯.০১ ৩২৬.৫৭ ২০৭২২.৪৪	জানুয়ারি ২০১২ হতে জুন ২০১৪	জানুয়ারি ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৪	জানুয়ারি ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৪	- ১২৮৪.১৭ (৫.৭৫%)	৬ মাস (২০%)

নোটঃ আলোচ্য প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকার, ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন ও এনজিও অনুদানে (১৯৩.১৮ লক্ষ টাকা) বাস্তবায়িত হয়েছে।

৬। পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ

৬.১ পটভূমিঃ

ভিজিডি কর্মসূচি বাংলাদেশে একটি জাতীয় কর্মসূচি। দারিদ্র্য বিমোচনে খাদ্য সহায়তা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৭৬ সাল থেকে ভিজিডি কার্যক্রমের মাধ্যমে ইউরোপীয় কমিশন বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ১৯৯৬ সালে ইসি 'র সমন্বিত খাদ্য সহায়তা উন্নয়ন প্রকল্প তহবিল-এর আওতায় "বিত্তহীন মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি " শীর্ষক একটি প্রকল্প গৃহীত হয়, যা জানুয়ারি, ১৯৯৬ থেকে জুন, ২০০১ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। পরবর্তীতে জুলাই, ২০০১ হতে জুন, ২০০৭ পর্যন্ত মেয়াদে ২য় পর্যায়ে বাস্তবায়িত প্রকল্পের আওতায় দেশের উত্তরাঞ্চলের ৭টি জেলার ৫৭টি উপজেলায় মোট ২,৫৫,০০০ জন ভিজিডি কার্ডধারী দুঃস্থ মহিলাদেরকে ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে স্ব-স্ব নামে রক্ষিত 'ব্যাংক হিসাবে' অর্থ সহায়তা দেয়া হয়। এছাড়াও ১৪টি এনজিও 'র মাধ্যমে ভিজিডি মহিলাদেরকে বিভিন্ন প্রকার আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ৮,০০,০০০ অতি দরিদ্র মহিলা ও প্রান্তিক কৃষককে আত্মনির্ভরশীলরূপে গড়ে তোলার লক্ষ্যে উত্তরবঙ্গের ৩টি জেলার ২২টি উপজেলায় সমন্বিত খাদ্য সহায়তা উন্নয় নের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৬.২ উদ্দেশ্যঃ

(ক) দীর্ঘমেয়াদী: বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম জেলাসমূহের গ্রামীণ অতি দরিদ্র পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তার উন্নতি সাধন।

(খ) স্বল্প মেয়াদী:

(১) ৮০,০০০ অতি দরিদ্র মহিলা প্রধান পরিবারে খাদ্য ও জীবিকা নিরাপত্তার উন্নয়নের মাধ্যমে সামগ্রিক উন্নয়নের মূল স্রোতধারার সম্পৃক্তকরণ;

(২) দুঃস্থ মহিলাদের বিভিন্ন প্রকার আয়বর্ধক কর্মকান্ড যেমন- পুষ্টি, প্রাথমিক স্বাস্থ্য, মানবাধিকার, এইডস, মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা, জেন্ডার ইস্যু, ইত্যাদি বিষয়ের ওপর দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান;

(৩) আয়বর্ধক ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক দুঃস্থ মহিলাদের এনজিও-এর মাধ্যমে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধকরণ এবং তাদেরকে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের আওতাভুক্ত করে জীবন মান উন্নয়ন;

(৪) প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মানব সম্পদ শক্তিশালী করা এবং যন্ত্রপাতি ও পরিচালনা সহায়তার মাধ্যমে অধিদপ্তরের ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ; এবং

(৫) কারিগরি সহায়তা প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ ও সেমিনার ইত্যাদির মাধ্যমে টেকসই জীবন মান উন্নয়ন ও আয় বর্ধক কর্মসূচির বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণে এনজিও এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।

৭। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ** প্রকল্পের আওতায় নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম পরিচালনা করাঃ

- সাহায্য মঞ্জুরী (সেবা, নগদ, উপকরণ ও সম্পদ সহায়তা)
- ৩২৪টি আসবাবপত্র ক্রয়
- ২৭২টি অফিস সরঞ্জাম
- যানবাহন ক্রয়

৮। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত ব্যয়	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	জনবল	জন	২৩	১১২.০০	২৩	১০৩.৯৯
২	যানবাহন	সংখ্যা	১টি জীপ+২২টি মটর সাইকেল	১১২.৫০	১টি জীপ+২২টি মটর সাইকেল	১০৫.৭৬
৩	যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র	সংখ্যা	৫৭৪	৮১.০০	৫৭৪	৭৮.৩৯
৪	অনুদান	থোক	থোক	১৯৩১৮.১৮		১৮৮৬৪.১২
৫	পরামর্শক ফি	জনমাস	৮৬	১৩৫০.০০	৮৬	১৩৯২.৭৬
৬	অডিট	থোক	থোক	৯০.০০	থোক	২৫.৯১
৭	স্থানীয় প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা, গবেষণা ও শিক্ষা/মূল্যায়ন	থোক	থোক	১৮০.০০	থোক	০
৮	অপারেশনাল খরচ	থোক	থোক	৩৬০.০০	থোক	৩৯৪.০২
৯	বিবিধ ও অন্যান্য	থোক	থোক	৮৬.০০	থোক	৬৯.৯৯
১০	আউটসোর্সিং জনবল	জন	৬	২০.০০	৬	১৩.৩৭
১১	ব্যবস্থাপনা খরচ	থোক	থোক	৪৫০.০০	থোক	০.৭০
	মোট ব্যয় (রাজস্ব ও মূলধন):			**২২১৫৯.৬৮**		**২১০৪৯.০১**

৯। কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী স্থানীয় প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা, গবেষণা ও শিক্ষা/মূল্যায়ন এবং ব্যবস্থাপনা অংগের বাস্তবায়ন করা হয়নি।

১০। **প্রকল্পের অনুমোদন:** বর্ণিত প্রকল্পের ডিপিপি 'র উপর ০৫/১২/২০১১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপি ১২/০৩/২০১২ তারিখে ২২৩৩৩.১৮ লক্ষ টাকা (জিওবি- ৫৪০.০০ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য-ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন ২১৬০০.০০ এবং এনজিও অনুদান- ১৯৩.১৮) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১২ হতে জুন, ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

১০.১ **প্রকল্প সংশোধনঃ** মূল প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে কিছু প্রতিকূল অবস্থার কারণে সকল কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া দাতা সংস্থা ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন প্রকল্প মেয়াদ ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত বৃদ্ধিতে সম্মতি প্রদান করে। সংশোধিত প্রকল্পটি ২২১৫৯.৬৮ লক্ষ টাকা (জিওবি- ৩৬৬.৫০ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য-ইউরোপীয়ান

ইউনিয়ন ২১৬০০.০০ এবং এনজিও অনুদান- ১৯৩.১৮) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১২ হতে ডিসেম্বর, ২০১ ৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক ১৯/০৬/২০১৪ তারিখে অনুমোদিত হয়। নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়:

১১। বছর ভিত্তিক এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ	(টাকা)	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০১১-২০১২	৪৪৪৬.৩৮	১৬০.২২	৪২৮৬.১৬	১৬০.২২	৪২৪০.২২	১৬০.২২	৪০৮০.০০
২০১২-২০১৩	৮৯৬৫.৪৫	৫১.২৯	৮৯১৪.১৬	৫১.০৬	৭২৩৭.৮৭	৫১.০৬	৭১৮৬.৮১
২০১৩-২০১৪	৭৩৩৩.৪৩	৭২.২৯	৭২৬১.১৪	৭২.১২	৯০৪৬.৩৩	৭২.১২	৮৯৭৪.২১
২০১৪-২০১৫	১৪১৪.৪২	৮২.৭০	১৩৩১.৭২	৪৩.১৭	৫২৪.৫৯	৪৩.১৭	৪৮১.৪২
মোটঃ	**২২১৫৯.৬৮**	**৩৬৬.৫০**	**২১৭৯৩.১৮**	**৩২৬.৫৭**	**২১০৪৯.০১**	**৩২৬.৫৭**	**২০৭২২.৪৪**

১২। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	দায়িত্ব পালনের মেয়াদকাল	
০১	ড. মোহাম্মদ আলী, যুগ্ম-সচিব	১৮/০৩/২০১২	৩১/১২/২০১৪

১৩। প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহের বাস্তবায়নঃ

১৩.১ **যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্রঃ** প্রকল্পের আওতায় ঢাকাস্থ প্রকল্প কার্যালয় ও আঞ্চলিক কার্যালয়সহ ৩টি জেলা কার্যালয়ে দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য ৫৭৪টি যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ ৮১.০০ লক্ষ টাকা আরডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী ৭৮.৩৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে;

১৩.২ **অনুদান বিতরণঃ** প্রকল্পের আওতায় ৮০০০০ জন হত-দরিদ্রদের আয়বর্ধক কার্যক্রম সহায়তা করার লক্ষ্যে আরডিপিপিতে ১৯৩১৮.১৮ লক্ষ টাকা সংস্থান ছিল। প্রকল্প সমাপ্তিতে ৭৭৬৩৭ জন হত-দরিদ্রকে ১৮৮৬৪.১২ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে;

১৩.৩ **যানবাহন ক্রয়ঃ** প্রকল্পের আওতায় ১টি জীপ ও ২২টি মটর সাইকেল ক্রয় বাবদ ১১২.৫০ লক্ষ টাকা আরডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী ১০৫.৭৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে;

১৩.৪ **স্থানীয় প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা , গবেষণা ও শিক্ষা /মূল্যায়নঃ** প্রকল্পে স্থানীয় প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা , গবেষণা ও শিক্ষা/মূল্যায়ন বাবদ আরডিপিপিতে ১৮০.০০ লক্ষ টাকা সংস্থান ছিল। কিন্তু প্রকল্প সমাপ্তি পর্যন্ত এ খাতে কোন অর্থ ব্যয় করা হয়নি।

১৩.৫ **ব্যবস্থাপনা খরচঃ** প্রকল্পে স্থানীয় ব্যবস্থাপনা খরচ বাবদ আরডিপিপিতে ৪৫০.০০ লক্ষ টাকা সংস্থান ছিল। কিন্তু প্রকল্প সমাপ্তি পর্যন্ত এ খাতে মাত্র ০.৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

১৪.০ প্রকল্প পরিদর্শনঃ

প্রকল্পটির সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে আইএমইডি 'র পরিচালক (স্বাস্থ্য ও সমন্বয়) জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ খান কর্তৃক ০৮/০২/২০১৭ তারিখে নাটোর জেলা এবং ০৯/০২/২০১৭ তারিখে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় সংশ্লিষ্ট জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা এবং এনজিও প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নরূপঃ

(ক) নাটোর জেলাঃ

১৪.১ নাটোর জেলার ৭টি উপজেলার প্রত্যেক ইউনিয়নে এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্প সাহায্যের অর্থ নির্বাচিত এনজিও রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক) কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে। নির্ধারিত সূচক অনুসারে প্রকল্প উপকারভোগীদের নির্বাচিত করা হয়েছে। প্রত্যেক দলে ২০-৩০ জন সদস্য নিয়ে ১টি দল গঠন করা হয়েছে। দলের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, ক্যাশিয়ারদের সহায়তায় দলের সদস্যদের নির্বাচিত করা হয়েছে। প্রতিটি দলে গ্রামভিত্তিক ব্যাংক হিসাব খোলা হয়েছে। ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হয়েছে যুগ্মভাবে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও ক্যাশিয়ার দ্বারা। প্রত্যেক দলের দুটি হিসাব খোলা হয়। একটি নগদ ভাতা প্রদানের জন্য এবং অন্যটি দলগত সঞ্চয়ের জন্য। সকল উপকারভোগীর ব্যক্তিগত হিসাব খোলা হয়েছে। উক্ত হিসাবের মাধ্যমে উপকারভোগীদের উপকরণ বাবদ এবং উৎপাদনশীল সম্পদ ক্রয় করার জন্য অর্থ প্রদান করা হয়। প্রত্যেক উপকারভোগীকে মাসিক খোরাকি ভাতা হিসেবে ৪০০/- টাকা হারে প্রদান করা হয়। এছাড়া সঞ্চয়ী হিসাবে প্রতি মাসে ৫০/- টাকা হারে জমা করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত সঞ্চয়ের অর্থ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত লভ্যাংশসহ উপকারভোগীদের মাঝে বিতরণ করা হয়।

নাটোর জেলার বড়াইগ্রাম উপজেলার হাটাসপুর ইউনিয়নের জোয়ারী গ্রামের উপকারভোগীদের সাক্ষাৎকার

নাটোর জেলার সিংড়া উপজেলার শেরকুল ইউনিয়নের শেরকুল গ্রামের উপকারভোগীদের সাক্ষাৎকার

১৪.২ প্রত্যেক দলের সামাজিক সচেতনতামূলক বিষয়, দলের সমস্যা ও সমাধানের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সভায় যেসব বিষয়ে আলোচনা হয় সেগুলো হল- খাদ্য ও পুষ্টি, পুষ্টি ও বসতবাড়িতে সবজি চাষ, ভিটামিন 'এ' ও রাতকানা, কৃষি সমস্যা, পরিবার পরিকল্পনা, বিবাহ রেজিষ্ট্রিকরণ, জন্ম নিবন্ধন, জন্ম-মৃত্যু রেজিষ্ট্রেশন, বাল্য বিবাহ, যৌতুক, তালাক, এইচআইভি/এইডস, নিরাপদ মাতৃত্ব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নেতা ও নেতৃত্ব, মুসলিম-হিন্দু পারিবারিক আইন, হেপাটাইটিস-বি, নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, যক্ষ্মা, কুষ্ঠ রোগ, ব্যক্তিগত সঞ্চয়, পরিবেশ ও স্বাস্থ্য, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা, ডায়রিয়া, গ্রাম্য সালিশ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার, আদিবাসী ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের অধিকার, খাস জমি ও জলমহাল-এর রাষ্ট্রীয় আইন এবং ভূমিহীনদের অধিকার, নারীর অধিকার, নারীর ক্ষমতায়ন, বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ, বয়স্ক শিক্ষার বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন, দরিদ্র মহিলা ও প্রান্তিক বর্গাচাষীদের আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

নাটোর জেলার গুরুদাসপুর উপজেলার ধারাবারিশা ইউনিয়নের চলনালী গ্রামের উপকারভোগীর সাক্ষাৎকার

১৪.৩ **আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ:** পৃথক পৃথক সাক্ষাৎকার এবং আলোচনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ করা হয়। একই সময়ে মার্কেট জরিপ করে নিজেদের উৎপাদিত পণ্যের বাজার সুবিধার জন্য এবং দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করা হয়। নাটোর জেলার অতি দরিদ্র মহিলা এবং প্রান্তিক বর্গাচাষী উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ সম্পর্কে নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের মেয়াদ (দিন)	অর্জন	
			ব্যাচ সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা
১	গাভী পালন	৫৮	২০৯	৫৭১৮
২	গরু মোটাতাজাকরণ	৪৯	১১১	২৯৬৩
৩	ছাগল/ভেড়া পালন	৪২	৯৬	২৫৭৭
৪	হাঁস-মুরগী পালন	৩৯	৬২	১৫৪১
৫	ক্ষুদ্র ব্যবসা	৩৪	৫০	১১৪৯
৬	সেলাই প্রশিক্ষণ	৭৭	১৩	২৯৪
৭	প্যাকেট/বক্স (মিষ্টির প্যাকেট)	১৬	৭৮	২১১৬
৮	শাক সবজি উৎপাদন চাষাবাদ (জমি লিজ)	২৭	৮৯	২৩৮৪
৯	খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ (মুড়ি/চিড়া)	১৮	২০	৫১৯
১০	বাঁশবেতের কাজ	২১	১৮	২৬৫
	মোটঃ	**৩৮১**	**৭৪৬**	**১৯৫২৬**

১৪.৪ উৎপাদনশীল সম্পদ ক্রয় বাবদ অর্থ বিতরণ:

ক্রঃ নং	উপজেলার নাম	অতি দরিদ্র মহিলা সদস্যের সংখ্যা	জনপ্রতি টাকার পরিমাণ	মোট টাকার পরিমাণ	প্রান্তিক ও বর্গাচাষী সদস্যের সংখ্যা	জনপ্রতি টাকার পরিমাণ	মোট টাকার পরিমাণ	সর্বমোট টাকার পরিমাণ
১	নাটোর সদর	৩২০০	১৫,৫০০	৪,৯৬,০০,০০০	১৯২০	১০,৬০০	২,০৩,৫২,০০০	৬,৯৯,৫২,০০০
২	গুরুদাসপুর	১৯০০	১৫,৫০০	২,৯৪,৫০,০০০	১১৪০	১০,৬০০	১,২০,৮৪,০০০	৬,৫৮,৫৪,০০০
৩	সিংড়া	৩১০০	১৫,৫০০	৪,৮০,৫০,০০০	১৮৬০	১০,৬০০	১,৯৭,১৬,০০০	৬,৭৭,৬৬,০০০
৪	বড়াইগ্রাম	২৪০০	১৫,৫০০	৩,৭২,০০,০০০	১৪৪০	১০,৬০০	১,৫২,৬৪,০০০	৫,২৪,৬৪,০০০
৫	লালপুর	২৪০০	১৫,৫০০	৩,৭২,০০,০০০	১৪৪০	১০,৬০০	১,৫২,৬৪,০০০	৫,২৪,৬৪,০০০
৬	বাগাতিপাড়া	১২০০	১৪,৫০০	১,৭৪,০০,০০০	৭২০	৬,৫০০	৪৬,৮০,০০০	২,২০,৮০,০০০
	মোটঃ	১৪২০০	৯২,০০০	২১,৮৯,০০,০০০	৮৫২০	৫৯,৫০০	৮,৭৩,৬০,০০০	৩৩,০৫,৮০,০০০

১৪.৫ নাটোর জেলার উপকারভোগীরা জানান, প্রত্যেক উপকারভোগী ৪০০/- টাকা করে ২০ মাস খোরাকী ভাতা পেয়েছেন। উক্ত ৪০০/- টাকার মধ্যে ৫০/- টাকা করে সঞ্চয়ী হিসাবে জমা করতেন। যা পরবর্তীতে প্রকল্প শেষে সুদসহ বিতরণ করা হয়। প্রত্যেক উপকারভোগী প্রকল্প থেকে সর্বমোট ২৩,৫০০/- টাকা পেয়েছেন। এ অর্থ দিয়ে গরু ক্রয় , হাঁসমুরগী ক্রয় করে পালন করেছেন। বর্গাচাষীগণ প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে জমি লিজ নিচ্ছেন। বর্তমানে তারা আর্থিকভাবে অনেকটা স্বাবলম্বী হয়েছেন। পরিদর্শনকালে উপস্থিত উপকার ভোগীদের তালিকা পরিশিষ্ট -ক তে দেয়া হল।

(খ) চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাঃ

১৪.১ চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ৫টি উপজেলার মোট ৪৫টি ইউনিয়নে এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্প সাহায্যের অর্থ নির্বাচিত এনজিও ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে। নির্ধারিত সূচক অনুসারে প্রকল্প উপকারভোগীদের নির্বাচিত করা হয়েছে। প্রত্যেক দলে ২০-৩০ জন সদস্য নিয়ে ১টি দল গঠন করা হয়েছে। দলের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, ক্যাশিয়ারদের সহায়তায় দলের সদস্যদের নির্বাচিত করা হয়েছে। প্রতিটি দলে গ্রামভিত্তিক ব্যাংক হিসাব খোলা হয়েছে। ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হয়েছে যুগ্মভাবে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও ক্যাশিয়ার দ্বারা। প্রত্যেক দলের দুটি হিসাব খোলা হয়। একটি হিসাব নগদ ভাতা প্রদানের জন্য এবং অন্যটি দলগত সঞ্চয়ের জন্য। সকল উপকারভোগীর ব্যক্তিগত হিসাব খোলা হয়েছে। উক্ত হিসাবের মাধ্যমে উপকারভোগীদের উপকরণ বাবদ এবং উৎপাদনশীল সম্পদ ক্রয় করার জন্য অর্থ প্রদান করা হয়। প্রত্যেক উপকারভোগীকে মাসিক খোরাকি ভাতা হিসেবে ৪০০/- টাকা হারে প্রদান করা হয়। এছাড়া সঞ্চয়ী হিসাবে প্রতি মাসে ৫০/- টাকা হারে জমা করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত সঞ্চয়ের অর্থ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত লভ্যাংশসহ উপকারভোগীদের মাঝে বিতরণ করা হয়। এ জেলায় উপকারভোগীদের তথ্য নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	উপজেলার নাম	হত দরিদ্র মহিলা	প্রান্তিক ও বর্গাচাষী	টাকা বিতরণ (লক্ষ টাকা)
১	চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর	৩৪০০	২০৪০	৪৩৪.১৮
২	শিবগঞ্জ	৪৮০০	২৮৮০	৬১৩.৪৭
৩	গোমস্তাপুর	২৪০০	১৪৪০	৩০৬.৬৫
৪	নাচোল	১৩০০	৭৮০	১৬৬.২৯
৫	ভোলারহাট	৯০০	৫৪০	১১৫.০০
	মোটঃ	**১২৮০০**	**৭৬৮০**	**১৬৩৫.৬০**

১৫। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
দেশের উত্তর-পশ্চিম জেলাসমূহের গ্রামীণ অতি দরিদ্র পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তার উন্নতি সাধন।	প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ অতি দরিদ্র পরিবারের মাঝে বিভিন্ন প্রকার ভাতা প্রদানের মাধ্যমে সার্বিকভাবে খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেয়েছে;
ক) ৮০,০০০ অতি দরিদ্র মহিলা প্রধান পরিবারে খাদ্য ও জীবিকা নিরাপত্তার উন্নয়নের মাধ্যমে সামগ্রিক উন্নয়নের মূল স্রোতধারার সম্পৃক্তকরণ;	হত দরিদ্র পরিবারে ৭৭৬৩৭ জনকে বিভিন্ন প্রকার ভাতা গ্রহণ করায় তাদের উৎপাদনমুখী ও পারিবারিক আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। গবাদি পশু পালন, পোলট্রি শিক্ষা, মৎস্য চাষ এবং বাড়িতে বাগান করা এবং পরিচর্যা করার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
খ) দুঃস্থ মহিলাদের বিভিন্ন প্রকার আয়বর্ধক কর্মকান্ড যেমন- পুষ্টি, প্রাথমিক স্বাস্থ্য, মানবাধিকার, এইডস, মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা, জেন্ডার ইস্যু, ইত্যাদি বিষয়ের ওপর দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান;	প্রকল্প থেকে গ্রহণকৃত ভাতা দিয়ে উৎপাদনমুখী সম্পদ ক্রয় করে আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড যেমন- পুষ্টি, প্রাথমিক স্বাস্থ্য, মানবাধিকার, এইডস, মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা, জেন্ডার ইস্যু বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
গ) আয়বর্ধক ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক দুঃস্থ মহিলাদের এনজিও-এর মাধ্যমে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধকরণ এবং তাদেরকে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের আওতাভুক্ত করে জীবন মান উন্নয়ন;	আয়বর্ধক ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক দুঃস্থ মহিলাদের এনজিও-এর মাধ্যমে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধকরণ এবং তাদেরকে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের আওতাভুক্ত করে জীবন মান উন্নয়নের নিমিত্ত প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
ঘ) প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মানব সম্পদ শক্তিশালী করা এবং যন্ত্রপাতি ও পরিচালনা সহায়তার মাধ্যমে অধিদপ্তরের ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ; এবং	প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা, গবেষণা ও শিক্ষা/মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হয়নি। ফলে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মানব সম্পদ শক্তিশালী করার কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে;
ঙ) কারিগরি সহায়তা প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ ও সেমিনার ইত্যাদির মাধ্যমে টেকসই জীবন মান উন্নয়ন ও আয় বর্ধক কর্মসূচির বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণে এনজিও এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।	প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা, কারিগরি সহায়তা প্রদান , ওয়ার্কশপ ও সেমিনার যথাযথভাবে করা হয়নি।

১৬.০ আইএমইডি 'র পর্যবেক্ষণঃ

১৬.১ **বিলম্বে পিসিআর প্রেরণ :** আইএমইডি'র ২৯/০৩/২০০৬ তারিখের আইএমইডি/সমন্বয়-৩/৬(৩)/২০০৪/১৬২ নং পরিপত্রের ১৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর ৩ (তিন) মাসের মধ্যে পিসিআর প্রেরণের নির্দেশনা থাকলেও আলোচ্য প্রকল্পটি ডিসেম্বর, ২০১৪'তে সমাপ্ত হলেও প্রকল্পটির পিসিআর আইএমইডি 'তে পাওয়া যায় ২৭/১২/২০১৬ তারিখে অর্থাৎ প্রকল্প সমাপ্তির ২ বছর। প্রকল্প পরিচালক, বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দুর্বল প্রকল্প ব্যবস্থাপনা প্রতীয়মান হয়েছে;

১৬.২ **দুটি প্রধান অঙ্গ বাস্তবায়ন না করাঃ** প্রকল্পটির উদ্দেশ্য অনুযায়ী স্থানীয় প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা, গবেষণা ও শিক্ষা/মূল্যায়ন অঙ্গে ডিপিপিতে ১৮০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যবস্থাপনা খরচ বাবদ ৪৫০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। কিন্তু প্রকল্প বাস্তবায়নকালে এ দুটি অঙ্গ বাস্তবায়ন করা হয়নি। এ দুটি অঙ্গ বাস্তবায়ন না করায় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে জনবলের কারিগরি সহায়তা প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ ও সেমিনার ইত্যাদির মাধ্যমে টেকসই জীবন মান উন্নয়ন ও আয় বর্ধক কর্মসূচির বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণে এনজিও এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়নি;

১৬.৩ **পরামর্শক ফি ও অপারেশনাল খরচ অঙ্গে অতিরিক্ত ব্যয়ঃ** প্রকল্পটির আরডিপিপিতে পরামর্শক ফি (৮৬ জনমাস) খাতে ১৩৫০.০০ লক্ষ টাকা সংস্থান ছিল। প্রকল্প সমাপ্তিতে এ খাতে ব্যয় করা হয়েছে ১৩৯২.৭৬ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ এ খাতে ৪২.৭৬ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে। অপরদিকে, অপারেশনাল খরচ অঙ্গে আরডিপিপিতে ৩৬০.০০ লক্ষ টাকা সংস্থান ছিল। প্রকল্প সমাপ্তিতে এ খাতে ব্যয় করা হয়েছে ৩৯৪.০২ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ এ খাতে ৩৪.০২ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে।

১৭। সুপারিশ/ দিক-নির্দেশনাঃ

১৭.১ বিলম্বে পিসিআর প্রেরণ পরিকল্পনা শৃংখলা পরিপন্থী। ভবিষ্যতে কোন প্রকল্প সমাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অবশ্যই প্রকল্প সমাপ্তির তিন মাসের মধ্যে নির্ভুল ও সঠিক তথ্য সম্বলিত পিসিআর আইএমইডি'তে প্রেরণ করতে হবে;

১৭.২ প্রকল্পের দুটি অঙ্গ যেমন- স্থানীয় প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা, গবেষণা ও শিক্ষা/মূল্যায়ন এবং ব্যবস্থাপনা খরচ অঙ্গের অর্থ কেন খরচ করা হয়নি এবং এ দুটি অঙ্গ কেন বাস্তবায়ন করা হয়নি এ বিষয়টি মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং আইএমইডিকে অবহিত করবে;

১৭.৩ অনুমোদিত ডিপিপি সংস্থান অপেক্ষা কোন অঙ্গে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা পরিকল্পনা ও আর্থিক শৃংখলা পরিপন্থি। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে এ প্রকল্পের দুটি অঙ্গে (পরামর্শক ফি ও অপারেশনাল খরচ) কেন অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা হয়েছে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং আইএমইডিকে তা অবহিত করবে;

১৭.৪ অনুচ্ছেদ ১৭.১ ও ১৭.৩ এর প্রেক্ষিতে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে আইএমইডিকে অবহিত করবে।

পরিদর্শনকালে সাক্ষাৎ গ্রহণকারী উপকারভোগীদের নামের তালিকা

ক্রঃ নং	উপকারভোগীর নাম	উপকারভোগীর ধরণ	গ্রাম	ইউনিয়ন	থানা ও জেলা	বর্তমান পেশা
১	রেশমা আক্তার	হত দরিদ্র মহিলা	চলনালী	ধারাবারিশা	গুরুদাসপুর, নাটোর	গবাদি পশু পালন ও জমি চাষ করেন
২	সাবিনা	হত দরিদ্র মহিলা	চলনালী	ধারাবারিশা	গুরুদাসপুর, নাটোর	জমি বর্গা চাষ করেন
৩	সারবানু	হত দরিদ্র মহিলা	জোয়ারী	হাটাসপুর	বড়াইগ্রাম, নাটোর	কৃষি কাজ করেন
৪	আয়েশা সিদ্দিকা	হত দরিদ্র মহিলা	জোয়ারী	হাটাসপুর	বড়াইগ্রাম, নাটোর	সেলাই মেশিনে জামা-কাপড় তৈরি করেন
৫	হনুফা বেগম	হত দরিদ্র মহিলা	জোয়ারী	হাটাসপুর	বড়াইগ্রাম, নাটোর	কৃষি কাজ করেন
৬	সুফিয়া বেগম	হত দরিদ্র মহিলা	জোয়ারী	হাটাসপুর	বড়াইগ্রাম, নাটোর	কৃষি কাজ করেন
৭	ফাজিলা	বর্গাচাষী	জোয়ারী	হাটাসপুর	বড়াইগ্রাম, নাটোর	কৃষি কাজ করেন
৮	খাদিজা	হত দরিদ্র মহিলা	জোয়ারী	হাটাসপুর	বড়াইগ্রাম, নাটোর	কৃষি কাজ করেন
৯	ফমেলা খাতুন	বর্গাচাষী	জোয়ারী	হাটাসপুর	বড়াইগ্রাম, নাটোর	কৃষি কাজ করেন
১০	হাসিনা বেগম	বর্গাচাষী	জোয়ারী	হাটাসপুর	বড়াইগ্রাম, নাটোর	কৃষি কাজ করেন
১১	রমেলা বেগম	বর্গাচাষী	জোয়ারী	হাটাসপুর	বড়াইগ্রাম, নাটোর	কৃষি কাজ করেন
১২	পারুল বেগম	হত দরিদ্র মহিলা	জোয়ারী	হাটাসপুর	বড়াইগ্রাম, নাটোর	গরু পালন করেন
১৩	কুলসুম	হত দরিদ্র মহিলা	জোয়ারী	হাটাসপুর	বড়াইগ্রাম, নাটোর	গরু পালন করেন
১৪	রেখা	বর্গাচাষী	জোয়ারী	হাটাসপুর	বড়াইগ্রাম, নাটোর	কৃষি কাজ করেন
১৫	রমেসা	হত দরিদ্র মহিলা	জোয়ারী	হাটাসপুর	বড়াইগ্রাম, নাটোর	গরু পালন করেন
১৬	মালেকা	বর্গাচাষী	জোয়ারী	হাটাসপুর	বড়াইগ্রাম, নাটোর	কৃষি কাজ করেন
১৭	জহুরা বেগম	হত দরিদ্র মহিলা	জোয়ারী	হাটাসপুর	বড়াইগ্রাম, নাটোর	কৃষি কাজ করেন
১৮	আলেকা খাতুন	হত দরিদ্র মহিলা	জোয়ারী	হাটাসপুর	বড়াইগ্রাম, নাটোর	কৃষি কাজ করেন
১৯	ফরিদা বেগম	হত দরিদ্র মহিলা	শেরকুল	শেরকুল	সিংড়া, নাটোর	কৃষি কাজ করেন
২০	জোৎস্না বেগম	হত দরিদ্র মহিলা	শেরকুল	শেরকুল	সিংড়া, নাটোর	হাঁসমুরগী পালন করেন
২১	রোকেয়া বেগম	হত দরিদ্র মহিলা	শেরকুল	শেরকুল	সিংড়া, নাটোর	হাঁসমুরগী পালন করেন
২২	মোঃ ইউসুফ আলী	বর্গাচাষী	শেরকুল	শেরকুল	সিংড়া, নাটোর	কৃষি কাজ করেন
২৩	আঞ্জুয়ারা বেগম	হত দরিদ্র মহিলা	গোবরাতলা	গোবরাতলা	সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	গরু পালন করেন
২৪	মনোয়ারা বেগম	হত দরিদ্র মহিলা	গোবরাতলা	গোবরাতলা	সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	গরু পালন করেন
২৫	ছবি সাহা	হত দরিদ্র মহিলা	গোবরাতলা	গোবরাতলা	সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	মাটির হাড়ি পাতিলের ব্যবসা করেন
২৬	আলেজা	হত দরিদ্র মহিলা	চৌডালা	নন্দলালপুর	গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	গরু পালন করেন
২৭	শ্রীমতি সোওরানী	হত দরিদ্র মহিলা	চৌডালা	নন্দলালপুর	গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	গরু পালন করেন
২৮	রাফিয়া	হত দরিদ্র মহিলা	চৌডালা	নন্দলালপুর	গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	হাঁসমুরগী পালন করেন
২৯	আফতারা	হত দরিদ্র মহিলা	চৌডালা	নন্দলালপুর	গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	কৃষি কাজ করেন
৩০	মুনজিলা	হত দরিদ্র মহিলা	চৌডালা	নন্দলালপুর	গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	গরু পালন করেন
৩১	তাহেরা	হত দরিদ্র মহিলা	চৌডালা	নন্দলালপুর	গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	গরু পালন করেন
৩২	তোহমিনা	হত দরিদ্র মহিলা	চৌডালা	নন্দলালপুর	গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	হাঁসমুরগী পালন করেন
৩৩	মমতাজ	হত দরিদ্র মহিলা	চৌডালা	নন্দলালপুর	গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	কৃষি কাজ করেন
৩৪	পারভীন	হত দরিদ্র মহিলা	চৌডালা	নন্দলালপুর	গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	গরু পালন করেন

ক্রঃ নং	উপকারভোগীর নাম	উপকারভোগীর ধরণ	গ্রাম	ইউনিয়ন	থানা ও জেলা	বর্তমান পেশা
৩৫	পিয়ারা	হত দরিদ্র মহিলা	চৌডালা	নন্দলালপুর	গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	হাঁসমুরগী পালন করেন
৩৬	ফুলিয়ারা	হত দরিদ্র মহিলা	চৌডালা	নন্দলালপুর	গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	কৃষি কাজ করেন
৩৭	জানাজী রানী	হত দরিদ্র মহিলা	চৌডালা	নন্দলালপুর	গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	কৃষি কাজ করেন